দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 29 MAY 2010
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

ছাত্রদলও নিরাপদে নেই

বিনামূল্যে মাদক দিয়ে ছাত্রলীগের মেধাবী নেতৃত্ব ধ্বংস করতে শিবিরের কৌশল

■ আবুল খায়ের

ছাত্রলীগের কেন্দ্র থেকে উপজেলা পর্যন্ত কমিটিতে শিবির ও ছাত্রদল ক্যাডার অনুপ্রবেশের নেপথ্যে বের হয়ে পড়ছে চাঞ্চল্যকর তথ্য। কেন্দ্র থেকে উপজেলা অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজসহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মেধা ও যোগ্য নেতৃত্বশূন্য করার একমাত্র কৌশল হিসাবে বেছে নেয়া হয়েছে মাদককে। শিবির তার লেবাস পরিবর্তন করে জিন্সের প্যান্ট ও টি-শার্ট পরছে, করছে ধূমপান। এই কায়দায় ছাত্রলীগসহ প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনে তারা ঢুকে পড়েছে। ধূমপানের মাধ্যমে শিবির কর্মীরা তাদেরকে প্রথমে আসক্ত করে। এরপর হেরোইনসহ নেশা উপকরণযুক্ত সিগারেট এরপর পৃষ্ঠা ৪, কলাম ৬

ছাত্রদলও নিরাপদে নেই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সেবনে আসক্ত করে, ছাত্রশিবিরা প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের মেধাবী ও যোগ্য নেতাদের। বিপুল সংখ্যক যোগ্য ও মেধাবী ছাত্র নেতা-কর্মী এখন মাদকাসক্ত। স্বাধীনতাবিরোধী চক্র অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় ও গভীর ষড়যন্ত্র অনুযায়ী ছাত্রলীগ এবং প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের নেতৃত্বে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে এই চক্রের ছাত্র সংগঠন বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শক্তিশালী করাই মূল উদ্দেশ্য। শিবির পুনর্গঠন পরিকল্পনা অনুযায়ী লাখ লাখ টাকা উৎকোচ দিয়ে ছাত্রলীগের কমিটিতে ঢুকছে। তারা সিগারেট ও নেশা উপকরণ কেনার টাকাও নিজে নিয়ন্ত্রিত। এই কৌশল অবলম্বনে তারা ছাত্রলীগ ও প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলোকে গ্রাস করছে।

সম্প্রতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও প্রগতিশীল মনা ছাত্র সংগঠনে কৌশলে শিবিরদের অনুপ্রবেশ এবং নানা ব্যবস্থায় মাদক হাতে ধরিয়ে দেয়াসহ বিস্তারিত গোয়েন্দা প্রতিবেদন সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রশাসনে দাখিল করা হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশের পাশাপাশি শিবির কর্মীদের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়।

ছাত্রদলের মেধাবী ও যোগ্য নেতাকর্মীরা শিবিরের এই ষড়যন্ত্র থেকে নিরাপদ নয়। ছাত্রদলে নানা পরিচয়ে স্বাধীনতা বিরোধী চক্রের ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা অনুপ্রবেশ করেছে বলেও গোয়েন্দা কর্মকর্তারা তথ্য প্রমাণ পেয়েছেন। সূত্র জানায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার ছাত্রলীগ ও প্রগতিশীলমনা ছাত্র নেতাকর্মীদের একাংশ ইয়াবা, হেরোইন, গাঁজা ও ফেনসিডিল সেবনে আসক্ত। তাদেরকে বিনামূল্যে ইয়াবা ট্যাবলেট, হেরোইন সেবনের পাশাপাশি দৈনিক হাত খরচ পর্যন্ত স্বাধীনতা বিরোধী ছাত্র সংগঠন থেকে নিয়মিত দেয়া হচ্ছে। নেতাকর্মীদের তারা মাদক ব্যবসায়ে জড়িয়ে ফেলেছে। ছাত্রলীগের কেন্দ্র থেকে উপজেলা পর্যন্ত কমিটির নেতৃত্বে শিবির ও ছাত্রদল ক্যাডারের সংখ্যা বেশি হওয়ায় এই গ্রুপটি টেন্ডারবাজি, সন্ত্রাস ও চাঁদাবাজির টাকার একাংশ মাদকাসক্তদের পিছনে ব্যয় করছে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়া নিয়ে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষ থেকে তেমন কোন কার্যক্রম নেয়া হয়নি। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হলো, যুদ্ধাপরাধীদের ইস্যু নিয়ে ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটির ভূমিকা নিরব। যেখানে বেড়ায় ক্ষেত খায়, সেখানে বেড়া নিয়ে লাভ কি? ছাত্রলীগের নেতৃত্বের বড় অংশে রয়েছে শিবির ও ছাত্রদল ক্যাডার। সেই ছাত্রলীগের কমিটি যুদ্ধাপরাধীদের ইস্যু নিয়ে নিরব থাকাটাই স্বাভাবিক বলে ত্যাগী নেতারা ইতোকাকে জানিয়েছেন। এখন চলছে জেলা ও উপজেলা ছাত্রলীগ কমিটি গঠন। চলছে পদ বেচাকেনার বাণিজ্য। এই বাণিজ্যে স্থানীয় কতিপয় সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের ক্ষমতাধর নেতারা জড়িত। মুদি দোকানদার, অছাত্র, শিবির ও ছাত্রদল ক্যাডাররা নব্য আওয়ামী লীগার হয়ে কমিটিতে মোটা অংকের উৎকোচের বিনিময়ে ঢুকে পড়ছে। সম্প্রতি রংপুর জেলা কমিটিতে ঢুকেছে অনেক আগে এসএসসি পাস এবং বর্তমানে নিট ব্যবসায়ী। তিনি হয়েছেন রংপুর জেলা ছাত্রলীগ কমিটির কর্ণধার। এ নিয়ে ত্যাগী নেতা-কর্মীদের পক্ষ থেকে মামলা চলছে। ময়মনসিংহ জেলা কমিটিতে ঢুকে পড়েছে এক মাদ্রাসা পড়ুয়া ছাত্র এবং এখন তিনি মুদি দোকানদার। তিনি ময়মনসিংহ জেলা ছাত্রলীগের কর্ণধার। হবিগঞ্জ জেলা কমিটিতে ঢুকছে শিবিরের এক ক্যাডার। জেলা ও উপজেলা ছাত্রলীগ কমিটি গঠনে যোগ্য মেধাবী ছাত্রদের কোন ঠাঁই নেই। চাহিদা অনুযায়ী টাকা দিলেই শিবির ও ছাত্রদল ক্যাডার কিনা তা বিবেচনা করা হয় না। কমিটির ভাল পদে অর্থাৎ ক্ষমতাধর পদে তাকে নিয়োগ দেয়া হয়। অনেকের সঙ্গে টেন্ডারবাজি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি ও দখলবাজির ভাগাভাগির চুক্তিতে ছাত্রলীগ কমিটিতে ঠাঁই মিলছে। এই তথ্য গোয়েন্দা প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। হাইকমান্ডের আশপাশে টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজি ও দখলবাজির এক কর্তৃকর্তা রয়েছে। সেই কর্তৃকর্তার কারণে হাইকমান্ডকে ছাত্রলীগের টেন্ডারবাজি, সন্ত্রাস, চাঁদাবাজি এবং কমিটিতে শিবির ও ছাত্রদল অনুপ্রবেশের ঘটনা তেমন অভিহিত করা হয়নি বলেও জানা যায়।

ছাত্রলীগ সভাপতি মাহমুদ হাসান রিপন বলেছেন, ছাত্রলীগ কমিটি মেধাবী ছাত্র দ্বারা পরিচালিত। মাদকাসক্তদের সনাক্ত করার কার্যক্রম চলছে। কমিটিতে শিবির ও ছাত্রদল অনুপ্রবেশকারী ক্যাডারদের চিহ্নিত করে শাস্তি প্রদান করা হবে বলে তিনি জানান।

ছাত্রদল কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সুলতান সালাহউদ্দিন টুকু বলেন, ছাত্রদলে কোন অনুপ্রবেশকারী নেই। কমিটিতে শিবিরের সংখ্যা বেশি থাকার ঘটনাটি বিভ্রান্তিকর ও অপপ্রচার। ছাত্রদলে কোন মাদকাসক্ত নেই বলে তিনি দাবি করেন।